গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.৪৯.০০১.১৬.৪৬২

তারিখ: ৮ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার মার্চ/২০২৪ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।**

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০২৪.১৬.০০৭.২০-৩১২, তারিখঃ ০৭/১০/২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মার্চ/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (সংযুক্ত-ক) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

২১-০৪-২০২৪
মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক

সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ:
উপসচিব, প্রশাসন-৫ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

CamScanner

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি(মার্চ /২০২৪ পর্যন্ত)।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত)
১.	আলুর প্রজাতি বিশ্লেষণ করে কোন প্রজাতির আলু দ্বারা কোন পণ্য তৈরী হয় সে বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন; আলু সংরক্ষণে Modern Storage ব্যবস্থা থাকবে।	আলু সবজি হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি আলুর বহুমূখী ব্যবহার রয়েছে। যেমনঃ আলুর নাগেটস, পরোটা, পাকোড়া, প্যান-কেক, স্যান্ডউইচ, খোরমা, লুচি, রসমালাই, পোস্ত, চমচম, স্মাইলি, ললিপপ, চানাচুর, পোয়াপিঠা, বুন্দিয়া, পুরী, মিষ্টি, পিঠা ইত্যাদিসহ আরও বহুরকমের সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা হয়। এছাড়া আলুর চিপস এবং হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট-এ ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই এর প্রচলন অত্যধিক ও জনপ্রিয়। (১) আলুচাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করার নিমিত্ত "আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প" এবং কর্মসূচির এর মাধ্যমে ৩৪৭ টি আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
২.	উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বেসরকারীভাবে উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্যঃ (ক) ফুল ও ফুলের বীজ সংরক্ষণের জন্য ১টি বিশেষায়িত কুল চেম্বারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে ফুল রপ্তানির সুবিধার জন্য ফুল গ্রেডিং, সর্টিং ও প্যাকেজিং এর জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ ঢাকার গাবতলীতে একটি ফুলের পাইকারী বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। (খ) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে ২,০৪০০০ জন; বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৯৩৫৫০ জন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে ২৯০৭০ জন কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ২৮১ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এবং ২৪৩ টি খাদ্য প্রদর্শনী করা হয়েছে। (খ) উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের ও বেসরকারীভাবে উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য রংপুর, খুলনা ও চুয়াডাংগা, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলায় ১টি করে সর্বমোট ০৫টি অফিস-কাম ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টার , গাবতলী ঢাকায় ১টি সেন্ট্রাল মার্কেট, ২১টি পাইকারী বাজার, ৭৩টি কৃষক বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচিত জেলার ২৩ টি উপজেলায় সর্বমোট ২৩ টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে সকল প্রকার স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। (গ) কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য ০৭টি রিফার ভ্যান, ০১টি ট্রাক এবং ১৫০ টি ভ্যান ও ০৭টি কুল চেম্বার সমৃদ্ধ রিক্সা ভ্যান এফএমজিভূক্ত কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। (ঘ) শাক-সবজি ফলমূল গৃহ পর্যায়ে দীর্ঘদিন সতেজ রাখার নিমিত্ত মডেল ভিত্তিক ৩৬১ টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে।

CamScanner

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	কৃ।ষ বিপণন অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত)
		(ঙ) কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১ টি পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। উপরোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম বর্তমানে অব্যাহত আছে।
৮.	বাংলামতি ও অন্যান্য স্থানীয় সুগন্ধি চালের জনপ্রিয়তা শহরাঞ্চলে বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।	১. যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর ও রাজশাহীতে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত বাংলামতি ধান বাসমতি চাল প্যাকেটজাত করে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বাংলামতি ও অন্যান্য স্থানীয় সুগন্ধি চালের জনপ্রিয়তা শহরাঞ্চলে বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী, উদ্যোক্তা, বাজারজাতকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে এ বিষয়টি তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২. অধিদপ্তরের পক্ষ হতে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে বিদেশী সুগন্ধি চালের পরিবর্তে দেশি সুগন্ধি/উন্নতমানের চাল ব্যবহারের বিষয়ে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী, উদ্যোক্তা, বাজারজাতকারীগণের মাধ্যমে প্রচারসহ লিফলেট আকারে বহুল প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে দেশি সুগন্ধি/উন্নতমানের চাল ব্যবহারের অনেকাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
১০.	শিক্ষিত যুবকদের কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণ, পাঠ্যপুস্তকে কৃষি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে কৃষির গুরুত্ব বুঝাতে হবে যাতে শিক্ষিত যুবকরা কৃষি পেশাকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে।	(ক) শিক্ষিত যুবকদের কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত ৬,৯৬০ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণসহ মোটিভেশনাল ট্যুর প্রদান করা হয়েছে। (খ) কৃষি বিপণন বিষয়ক ৫৯ টি প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ১১ টি পণ্যের উৎপাদন খরচ এবং ০৯টি পণ্যের বিপণন খরচ নির্নয় করা হয়েছে।
১১.	সরিষা, বাদাম, তিল ও অন্যান্য তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভোজ্য তেলের আমদানী নির্ভরতা কমাতে হবে।	দেশে ভোজ্য তেলের চাহিদা প্রায় ২৪ লাখ মে.টন। যার ৭০ শতাংশই আমদানি করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের স্থানীয় উৎপাদনের পরিমাণ ৩.৩৫ লক্ষ মে.টন। আমদানি করা হয় প্রায় ১৬৩.৭৮ লক্ষ মে.টন।
১৯.	মোবাইলসহ ই-কৃষির মাধ্যমে কৃষকদের তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা জোরদার করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষি পণ্য ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	(ক) মোবাইলসহ ই-কৃষির মাধ্যমে ৬৪টি জেলা হতে সংগৃহীত (অনলাইন এর মাধ্যমে) কৃষিপণ্যের বাজার দর নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.dam.gov.bd) এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে। (খ) অনলাইনে প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ঢাকাসহ ৬৪টি জেলায় ৭০টি ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
২০.	বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন করে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, কৃষিপণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, মূল্য সংযোগ এবং	কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পদক্ষেপসমূহ নিম্নরুপঃ ➢ প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত দানাদার ফসল অভাব তাড়িত বিক্রয়

CamScanner

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত)
	প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	রোধের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ২৭ টি জেলার ৫৬ টি উপজেলার ৮১ টি গুদামের মাধ্যমে ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ➢ কৃষকের উৎপাদিত ফসল সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ঢাকায় ০১ টি সেন্ট্রাল মার্কেট, বিভিন্ন জেলায় ২১ টি পাইকারী বাজার, ৬০ টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ১২ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও ২৩টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এর কার্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ➢ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ➢ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন- গ্রেডিং, সর্টিং, প্রসেসিং, প্যাকেজিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ➢ দেশীয় কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর অপচয় রোধকল্পে দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১ টি পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার এবং আলু বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩০৭ টি এবং কর্মসূচির আওতায় ৪০ টি সহ সর্বমোট ৩৪৭টি আলু সংরক্ষগার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোড়দারকরণ প্রকল্পের আওতায় স্বল্প সময়ের জন্য পঁচনশীল সবজি সংরক্ষরণের জন্য ৩৬১ টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নিম্নোক্ত ৬টি প্রকল্প ও ২টি কর্মসূচির কার্যক্রম চলমান আছে। ক) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (মেয়াদ কালঃ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬)। খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ কালঃ জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) গ) কৃষক পর্যায়ে পিঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ কালঃ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬)।

CamScanner

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (মার্চ/২০২৪ পর্যন্ত)
		ঘ) আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ কালঃ জানুয়ারি/২০২২ হতে জুন/২০২৬)। ঙ) প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন,এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)" শীর্ষক প্রকল্প (মেয়াদ কালঃ (মেয়াদ কালঃ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)। চ) শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প। (মেয়াদকাল ০১/১০/ ২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত) ছ) রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি। (মেয়াদকালঃ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৪)। জ) পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক কর্মসূচি।(মেয়াদকালঃ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)।

CamScanner